পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

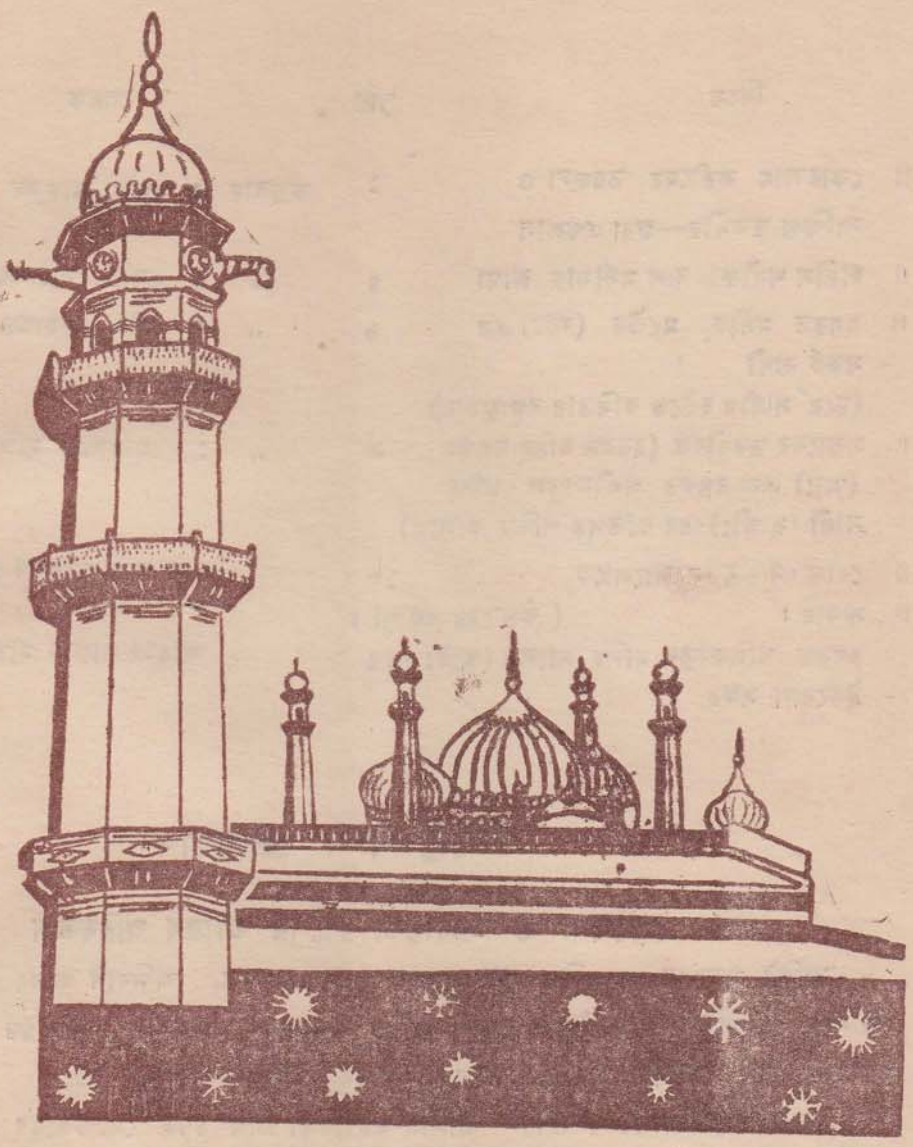

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র, ১৩৮০ বাং : ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৩, ইং : ৩০শে জহুর, ১৩৫২ হিজরী শামসী

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহমদী

২৭শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
॥ কোরআন করীমের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর—সুরা এখলাস	১	অনুবাদ ঃ মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ
॥ হাদীস শরীফ— বংশ মর্যাদার শ্লাঘা	৪	,, ঃ মৌঃ মোহাম্মদ
॥ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সতর্ক বাণী (দুররে সামীন হইতে কবিতার বঙ্গানুবাদ)	৬	,, ঃ মৌঃ মোহাম্মদ
॥ সন্তানের তরবীয়ত (হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এবং হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সানী (রাজীঃ)-এর কতিপয় পবিত্র কালাম)	৯	,, ঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
॥ বৌদ্ধ ধর্ম— নূতন আলোকে	১৩	আল-হাজ আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী
॥ সংবাদ ঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর	(কভারের ৩য় পৃঃ)	আহমদ সাদেক মাহমুদ

বিশেষ এলান

ইজতেমা ও তরবীয়তী ক্লাশের তারিখ পরিবর্তন

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখের পরিবর্তে ২২ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

তদ্রূপ সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় তালীম-তরবীয়তী ক্লাশ ১৭ই সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে (ইনশাআল্লাহ্)।

খাকসার
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
মোতামেদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা :
১৪ই ভাদ্র, ১৩৮০ বাং : ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৩ ইং : ৩১শে জহুর, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

॥ কোরআন করীমের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর ॥

'হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীর কবীর অবলম্বনে'

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

সূরা এখলাস

তরজমা :

১। অযাচিত দানকারী, বার বার দয়াকারী (সুফলদাতা) আল্লাহর নাম (ও গুণাবলীর কল্যাণ ও সাহায্য) লইয়া আরম্ভ করিতেছি।

২। (আমরা প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মুসলমানকে আদেশ দিতেছি যে,) তুমি (নিজকে এবং অপর সকলকে) বল ও বলিতে থাক :

৩। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ একা ও অদ্বিতীয়।

৪। আল্লাহ্, সকলে যাঁহার মুখাপেক্ষী এবং যিনি অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

৫। না তিনি (কাহাকেও) জন্ম দিয়াছেন এবং না তিনি (কাহারও) জাত।

৬। তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।

সংক্ষিপ্ত তফসীর :

এই সুরা মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানেই নাযেল হইয়াছিল। তরতীবের দিক দিয়া সুরা লাহাবে আসিয়া কোরআনের ধারাবাহিক বিষয়-বস্তু শেষ হইয়াছে এবং সুরা এখলাস ও উহার পরবর্তী দুই সুরার মধ্যে কোরআনের সমগ্র বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা যেন বিষয়-বস্তুর দিক হইতে কোরআনের উপসংহার বিশেষ। যেহেতু ইসলামী তোলীমের কেন্দ্রবিন্দু হইল তৌহিদ, এজন্য কোরআনের শেষের তিনটি সুরার প্রথমটি অর্থাৎ আলোচ্য সুরাটিতে তৌহীদ সম্পর্কীয় তালীমের সার-কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কারণেই হযরত নবী করীম (সাঃ) ইহাকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ঘটনাবলী হইতে এই সুরার ফযায়েল প্রকাশ পায় :

১। এক সাহাবী, যিনি প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'তে সুরা ফাতেহার পর কোরআনের অংশ বিশেষ পাঠ করার পরে সর্বদা সুরা এখলাস পাঠ করিতেন এবং তিনি এরূপ করার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে একথা বলেন যে, এই সুরাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বলিয়াছিলেন যে, সুরা এখলাসের সহিত তোমার ভালবাসা রাখার জন্য তুমি জান্নাতে যাইবে।

২। এক ব্যক্তির অসচ্ছল অবস্থা ছিল। হুজুর (সাঃ) তাঁহাকে এরশাদ করিলেন যে, ঘরে ঢুকিয়া 'আসসালামু আলাইকুম' বলার পর একবার 'কুল হুয়াল্লাহ' সুরা পাঠ করিও। এই নির্দেশের মধ্যে এই ইঙ্গিত ছিল যে, এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর তওয়াক্কল এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যেক অসুবিধার অবসান ঘটে। এজন্য ইহার অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে সামনে রাখিয়া চল। সেই সাহাবী এই নির্দেশ পালন করিলে তাঁহার অসচ্ছলতা দূর হইয়া গেল।

৩। হযরত নবী করীম (সাঃ) ঘুমাইবার পূর্বে সুরা এখলাস এবং শেষের দুই সুরা পাঠ করিয়া দম করিতেন। একত্রে পাঠ করার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় যে, উক্ত সুরাত্রয়ের মধ্যে বিষয়-বস্তুর পারস্পরিক গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। উহা এই ভাবে যে, সুরা এখলাসের মধ্যে তৌহীদের শিক্ষা রহিয়াছে এবং পরবর্তী সুরা দ্বয়ের মধ্যে দোওয়ার শিক্ষা আছে।

এই সুরার কয়েকটি নাম আছে। যেহেতু এই সুরা খোদাতায়ালার একক সত্তা হওয়া, তাঁহার অদ্বিতীয় ও ওয়াহেদ হওয়া ব্যক্ত করে এবং এতদ্বারা এখলাস (আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার) সৃষ্টি করে, ফলে 'নাজাত' প্রাপ্তির কারণ ঘটায়, সেই জন্য ইহার নাম 'আল-তাজরীদ' (التجريد) আল-তৌহীদ' (التوحيد), 'আল-এখলাস' (الاخلاص) এবং 'আল-নাজাত' (النجاة) রাখা হইয়াছে। এ ছাড়া যেহেতু আল্লাহর মা'রেফত (পরিচয় ও তত্ত্বজ্ঞান) ও তাঁহার বেলায়েত (বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্ব) লাভ করায়, এজন্য

ইহার নাম 'আল-মা'রেফাহ্' (المعرفة) ও 'আল-বেলাইয়াহ্' (الولاية)-ও বটে। তেমনি ভাবে ইহার নাম 'আল-জামাল' (الجمال) 'আল-মুশাকশেকাহ্' (المشقشقة), 'আল-মোয়াওয়াজাহ' (الموعوذة) এবং 'আল-সামাদ' (الصمد)-ও রহিয়াছে, কেননা ইহার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার জামাল ও সৌন্দর্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মানুষকে শিরক মুক্ত করে; ইহার দ্বারা (এবং উহার পরের দুই সুরার দ্বারা) খোদার আশ্রয় যাচনা করা হয় ও লাভ হয়; এবং ইহার মধ্যে খোদাতায়ালার 'সামাদ' সেফতের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা এই অর্থ বহন করে যে, সমস্ত বিশ্বের প্রত্যেক অনু-পরমানু তাঁহার মুখাপেক্ষী।

এ সুরার আরও নাম আছে—'আল-বারায়াহ্' (البراءة) 'আল-আমান' (الامان) 'আল-মুনাফ্ফেরাহ্ (المنفرة) ও 'আন-নূর' (النور) কেননা ইহা শেরক ও জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষাকারী, খোদার পানাহ্ দানকারী ও আযাব হইতে নিরাপত্তা বিধানকারী, শয়তানকে বিতাড়নকারী এবং জ্যোতি প্রকাশক।

اللّٰہ (আল্লাহ্) সেই পবিত্র অস্তিত্বের সত্বাগত নাম, যিনি অনাদি ও অনন্ত, চিরঞ্জীব ও জীবন দাতা, সংরক্ষণকারী, পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী ও সমস্ত সৃষ্টির মালেক, সৃজন ও পালন কর্তা। قل هو الله احد এর অর্থ—বলিয়া দাও, ঘোষণা করিয়া দাও যে অকৃত্রিম ও অকাট্য সত্য ইহা যে, আল্লাহ্ তাঁহার সত্বায় একা ও অদ্বিতীয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শেষের তিনটি সুরার মধ্যে কোরআনের বিষয়-বস্তু সমূহের সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হইয়াছে সুরা ফাতেহাও যেহেতু কোরআনের সারাংশ এজন্য এই সুরা গুলি সুরা ফাতেহার বিষয়-বস্তুর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

قل (কুল) বলিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাদিগকে আমরা যে কোরআন শিক্ষা দিয়াছি, এবং যাহার সার-কথা এখানে বর্ণনা করিতেছি, তোমাদের কর্তব্য যে ইহাকে তোমরা শুধু নিজেরাই পড়িবে না বরং সমস্ত জগতে ইহার ঘোষণা ও প্রচার করিয়া যাও।

সুরা ফাতেহার আয়াত—
الحمد لله، اياك نعبد واياك نستعين
-এর মধ্যে তৌহীদের বিষয়-বস্তু রহিয়াছে এবং اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم -এর মধ্যে কামেল তওয়াক্কল (আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ নির্ভরশীলতা)-এর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। একই বিষয়-বস্তু قل هو الله احد -এর মধ্যেও বর্ণিত হইয়াছে। الله الصمد-এর মধ্যেও এই বিষয়-বস্তুই বর্ণিত হইয়াছে যে, মা-বাপ, শিক্ষক ইত্যাদি সকলই খোদা হইতে লাভ করিয়া দান করিয়া থাকেন। এজন্য প্রকৃত দাতা ও কল্যানকারী তিনিই, তথা প্রশংসার যোগ্য তিনিই। قل هو الله احد-এর মধ্যেও সেই একই বিষয়-বস্তু বিধৃত। কেননা احد (আহাদ) সেই সত্বাকে বলা হয় যাহা তদব্যতীত সকলকে মুছিয়া দিয়া আমাদের সামনে আসে। لم يلد ولم يولد -এর মধ্যেও সেই বিষয়-বস্তুরই প্রকাশ। কেননা ইহাতে বলা হইয়াছে যে, না কেহ খোদা তায়ালার পূর্বে আছে, না পরে।

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

বংশ মর্যাদার শ্লাঘা

(১)

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর নিকটে আসিয়া সম্বোধন করিল, হে সৃষ্টির সেরা! রসুল (সাঃ) বলিলেন, 'তিনি ছিলেন আদম!' (মুস্লিম)।

(২)

উমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ভাবে খ্রীষ্টানগণ মরিয়ম তনয়ের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছে, সে ভাবে তোমরা আমার প্রশংসা করিও না, কারণ আমি তাঁহার (আল্লাহ্‌র) দাস মাত্র। অতএব বল, আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁহার রসুল।

(বুখারী ও মুস্লিম)।

(৩)

আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (সাঃ) বলিয়ছেন, জাতিসমূহ যেন তাহাদের মৃত পিতৃপুরুষের বংশ মর্যাদার শ্লাঘা পরিত্যাগ করে। তাহারা নিশ্চয় জাহান্নামের ইন্ধন হইয়াছে অথবা নাকে দুর্গন্ধ লাগা ময়লাকে যে ভাবে মানুষ দূরে নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা তদপেক্ষা বেশী ঘৃণার্হ হইবে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌ অন্ধকার যুগের অজ্ঞতা ও বংশ মর্যাদার শ্লাঘা দূর করিয়া দিয়াছেন। মানুষ হয় বিশ্বাসী পরহেজগার হইবে অথবা হতভাগ্য পাপী। প্রত্যেক মানুষ আদম-সন্তান এবং আদম মাটি হইতে সৃষ্ট।

(তিরমিযি, আবু দাউদ)।

(৪)

মোতা'আরসাফ বিন্‌ আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন আমি বনু আমেরের প্রতিনিধিগণের সহিত, রসুল (সাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদের প্রভু। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ সকলের প্রভু। আমরা বলিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক গুণান্বিত এবং সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের কথা বল অথবা কতক কথা বল, কিন্তু সাবধান শয়তান যেন তোমাদিগকে তাহার উকিল না বানায়

(আবু দাউদ)।

(৫)

ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ তাহার কওমকে অন্যায় কাজে সাহায্য করে, সে কুয়ায় নিপতিত উটের ন্যায়, যাহাকে লেজে ধরিয়া টানিয়া বাহির করা হয়।

(আবু দাউদ)।

(৬)

সারাকা বিন মালেক বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে পাপ না করিয়া নিজের কওমের পক্ষ সমর্থন করে। (আবু দাউদ)।

(৭)

ওয়াসেলা বিন আসকা' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ), দলাদলি করা কাহাকে বলে, তিনি বলিলেন, তোমার কওমকে অন্যায় কাজে তোমার সাহায্য করাকে বলে।

(আবু দাউদ)।

(৮)

যুবায়র বিন মুতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্গত নহে, যে দালাদলিতে ডাক দেয় এবং সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্গত নহে যে দলবিদ্বেষে ঝগড়া করে এবং সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্গত নহে যে দলাদলি করিয়া মারা যায়। (আবু দাউদ)।

(৯)

আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন: নবী (সাঃ) বলিয়াছেন, কোন বস্তুর জন্য তোমার ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করিয়া দেয়। (আবু দাউদ)।

(১০)

উবাসা বিন কাসির (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রসুল! নিজের কওমকে ভালবাসা কি দলাদলি? তিনি বলিলেন, না, নিজ কওমকে অন্যায়ে সাহায্য করার নাম দলাদালি।

(আহমদ, ইবনে মাজা)।

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

সংক্ষিপ্ত তফসীরের অবশিষ্টাংশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর অর্থ এই ছিল যে, সব কিছুই খোদা তায়ালার মুখাপেক্ষী এবং إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এর দোয়া, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা নিজে শিক্ষা দিয়াছেন উহার অর্থ এই ছিল যে, তিনি সকলের অভাব পূরণও করেন। اللّٰهُ الصَّمَدُ -এর বিষয়-বস্তুও ইহাই। কেননা صمد (সামাদ) সেই সত্তা যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন কিন্তু সকলেই যাঁহার মুখাপেক্ষী। (ক্রমশঃ)

হযরত মসিহ মওউদ (আ:)-এর

সতর্ক বাণী

অনুবাদ : মৌ: মোহাম্মাদ

ভূমিকম্পের নিদর্শন যাহা ঘটিয়াছিল দিবস মঙ্গলবারে ;
ছিল উহা শুধু একটি গ্রাস খাওয়ায়েছিল দিনে যাহা তোমাদেরে ॥

গাফেলেরা শুন কিছুদিন পরে রহিয়াছে এক বিরাট (মৃত্যু) ভোজ।
বারে বারে যার দিতেছে খবর ফুরকানে শুন রহমান খোদা খোদ ॥

কঠিন বড়ই হইবে সে ক্ষণ ব্যাভিচারী ও পাপাচারীদের 'পর।
ক্বীমা পিষ্ঠ হইয়া যাহাতে, দেখিবে ক্বীমার ফোড়ন পূণর্বার ॥

হয়ে যাবে সাফ্ সকলের কাছে ধর্ম সত্য কাহার।
পবিত্র করিবার তরে তীর্থ কা'বা অথবা হরিদ্বার ॥

খোদার ওহীতে যাহেরী শব্দে অভিহিত উহা ভূমিকম্প।
প্রকার ভেদে হতে পারে উহা আযাব গযব ভিন্ন ॥

সময় থাকিতে দয়ার তরে ত্বরিত তওবা কর হে।
অলস কেন বসে আছ সবে অহিফেন সেবী সম হে ॥

শহর গ্রাম সকলই হইবে কবলিত ঐ ধ্বংসের।
নজির যাহার নাইকো ধরায় হও সবে হুঁশিয়ার ॥

আনন্দ-বাসর পলকে জানিও হইবে বাসর-মরণ।
করিবে বিলাপ হয়ে শোকাতুর হয়ষে-মত্ত জন ॥

যতেক উচ্চ মহল আর প্রাসাদ-রাজি সুরম্য।
ধ্বসিয়া পলকে হইবে দেখিতে সকলি গর্ত গর্ত॥

ঘর বাড়ি যত মাটির স্তুপ হয়ে যাবে এক পাকে।
জীবন হবে নষ্ট যে কত নাহি তার কোন কুল॥

ঘটিবে কবে জানেন শুধু খোদাই উহা।
মাত্র তিনি বলেছেন মোরে ঘটিবে বসন্তে উহা॥

স্মরো সবে ফুরকান বাণী যুলযিলাতিল আরদো যিলযালাহা।
অজানা হতে স্থির করা দিনে নিশ্চয় জানিও ঘটিবে উহা॥

হইবে কঠিন মাতমের দিন মূসিবতের ঘড়ি উহা।
মধুর ফলদারী হইবে জানিও নেকগণ তরে উহা॥

অগ্নি হলেও কবল হতে তার বাঁচান হইবে তাদেরে।
ভালবাসে যারা অলৌকিকাধিপ আল্লাহ্ তায়ালারে॥

খোদা-ভীতি নাই কেন, অন্ধ কেন হৃদয় তোমাদের।
ভাগ্যহতগণ হে, খোদা ছাড়া নাহি আর স্থল আশ্রয়ের॥

আখেরী নিশান জানিও ইহা ঘটিবে সুনিশ্চয়।
তোমাদের মাঝে শোধনের আশা নাহি দেখি আর হায়॥

নিশান যাহের পরের ঈমান সম্মানযোগ্য নহে সে।
নূতন ভূষনধারীর দেহের খোলা যেন জামা সে॥

মর্যাদা কিবা পড়িয়া আগুনে পুড়িয়া শুচি হওয়ায়।
ভাগ্য গনি আগে হতে যদি শুদ্ধ তোমরা করহ হৃদয়॥

খোদা রোষান্বিত এবে, গিয়াছে দিন কোমলতার।
দেখাবেন তিনি কাজ যেমন হাতুড়ির ঘায়ে দেখায় কামার॥

শয়তানও খাড়া হইবে তখন করিতে সেজদা খোদারে
সেজদার হুকুম হোক আর বার রাখিয়া মনে এ আশারে ॥

নিরাপত্তা নাহি কোনই খোদাহীনের সেদিন ধরায়।
আজি হতে ভাব ভাগিবার পথ যদি এ সম্ভব হয় ॥

নহে দৃষ্টির গোচর তোমাদের কিন্তু সতত দেখিতেছি আমি।
চোখের সুমুখে ফিরিছে মোর সে যুগ সে দিন দিবস যামি।

ভাল হবে এখনও, চিন্তা যে নাই, কর যদি তওবা তোমরা।
মেহেরবান খোদার কহরে দাওত দিতেছ যে স্বয়ং তোমরা ॥

অনুবাদ – মোহাম্মাদ

যে কেহ জ্ঞানীগণের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অথবা অজ্ঞগণের সহিত তর্ক করিতে অথবা নিজের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। (হাদিস—ইবনে মাজা)

সন্তানের তরবীয়ত

[হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর কতিপয় পবিত্র কালাম]

হজরত মসীহ মাউদ (আঃ) বলেন ঃ—

(১) "যদি সন্তানের জন্য বাসনা জন্মে তবে সে ধর্মের সেবক হউক এই উদ্দেশ্যেই যেন হয়।"
[মলফুজাত ৬ষ্ঠ খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা]

(২) "সন্তানের বাসনা কেবল নেক নীতির উপরই হওয়া চাই। ঐ খেয়াল বা ইচ্ছার বশবর্ত্তি হইয়া যেন না হয় যাহার ফলে সে কেবল একজন পাপীর প্রতিনিধিই হয়।" [মলফুজাত ২য় খণ্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা]

(৩) "সন্তানের প্রত্যাশাতো সবাই খুবই করিয়া থাকেন এবং সন্তান পাইয়াও থাকেন। কিন্তু ইহা কখনও দেখা যায়না যে তাহারা সন্তানের তরবীয়ত, উন্নত ও নেক চাল চলন গঠনে, খোদাতায়লার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে পরিশ্রম এবং চেষ্টা করেন। কখনও তাহার জন্য দোয়াও করেন না বা তরবীয়তের তাৎপর্যের প্রতিও নজর রাখেন না।" [মলফুজাত ২য় খণ্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা]

(৪) "আমার নিজের অবস্থা তো এই যে আমার কোন নামাজ এই রকম নহে যাহাতে আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের সন্তান সন্ততি এবং বিবিগণের জন্য দোয়া না করি" [মলফুজাত ২য় খণ্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা]

(৫) "আমিত আমার বাচচাদের জন্য দোয়া-করি এবং আদব কায়দা শিখাইবার জন্য তাহাদের পিছনে "সরসার" পোকার মত লাগিয়া থাকি ইহার চাইতে বেশী নহে। নিজের সমস্ত ভরসা আল্লাহ তায়লার উপর রাখি। যেমন কাহারও মধ্যে সৌভাগ্যের বীজ থাকিলে যথা সময় তাহা শস্য শ্যামল আকার ধারণ করে।" [মলফুজাত ২য় খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা]

(৬) "শাসন করিবার জন্য যে ভাবে বা যে পন্থায় চেষ্টা করা হয় এমন ভাবে যদি দোয়ার মধ্যে লাগিয়া যাও এবং বাচ্চাদের জন্য অন্তর্দাহের সহিত দোয়া করাকে কাজের একটি বিশেষ অংশ বলিয়া মনে করিয়া নাও তাহা হইলে বাচচাদের জন্য পিতা মাতার দোয়া খাস ভাবে কবুলিয়তের মর্য্যাদা লাভ করিবে।"
[মলফুজাত ২য় খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা]

(৭) "বহু পিতা মাতা আছেন যাহারা সন্তানদিগকে খারাপ অভ্যাস শিক্ষা দেন। শুরুতে যখন তাহারা খারাপ কাজ করিতে শিখে তখন তাহাদিগকে শাসন করা হয় না। ফলে দিন দিন তাহারা সাহসী এবং নির্ভয় হইতে থাকে। একটি কাহিনী হইতে জানা যায় যে একটি বালককে তাহার অপরাধের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছিল। শেষ মুহূর্তে সে তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জানাইল, যখন তাহারমাতা

আসিল, সে মাতার নিকট গিয়া তাহার জিহ্বা চাটিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। মা তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। বালকটি অমনি জিহ্বা কাটিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল "মাতাই আমাকে ফাঁসিতে চড়াইয়াছে। কেননা প্রথম হইতেই সে যদি আমাকে অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখিত তাহা হইলে আজ আমার এই দশা হইত না।"

[মলফুজাত ২য় খণ্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা]

(৮) "হেদায়াত এবং তরবীয়ত আসলে খোদা তায়লার কাজ। খুব কড়াকড়ি করা এবং প্রতি বিষয়ে অতিমাত্রায় জিদ দেখানো অর্থাৎ কথায় কথায় বাচ্চা দিগকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং মারপিট করা হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে হেদায়াতের মালিক আমরাই। আমরাই ইচ্ছামত তাহাদিগকে ঠিক পথ লইয়া আসিতে পারি। এই রকম চিন্তা ধারাও এক প্রকার গুপ্ত শেরক। আমাদের জমাতকে ইহা হইতে বিরত থাকা দরকার।" [মলফুজাত ২য় খণ্ড ৫ পৃষ্ঠ]

(৯) 'যদি কোন ব্যক্তি সংযমী, নিজেকে নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে সক্ষম, গাম্ভীর্যপূর্ণ, আত্মতুষ্ট এবং সম্মানিত হয় কেবলমাত্র তাহার পক্ষেই উপযুক্ত সময় বাচচাদিগকে শাসন করা এবং চক্ষু রাঙ্গান সমীচিন, কিন্তু ক্রোধান্ধ, আহম্মক এবং হিতাহিত জ্ঞানশুন্য ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে বাচচাদিগের তরবীয়তের জিম্মা নেওয়ার উপযুক্ত নহে।"

(মলফুজাত ২য় খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা)

(১০) কাহারও এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে সন্তান সন্ততির জন্য ধন সম্পদ রাখিয়া যাওয়া প্রয়োজন। আমার আশ্চর্য্য লাগে যে ধন সম্পদ রাখিয়া যাওয়ার ধারণা তো তাহাদের হয় কিন্তু সন্তান সন্ততি ছালেহ হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত না হউক এই চেষ্টার কথা তাহাদের মনে আসেনা... যদি সন্তান সন্ততি ছালেহ হয় তবে ভাবনা কিসের। খোদা তায়ালা নিজেই বলিয়াছেন "ওয়া হুয়া ইয়াতাওয়াল্লা চ্ছালেহীন" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিজেই ছালেহীনদের অভিবাবক এবং রক্ষক। যদি কুলাঙ্গার সন্তান হয় তবে লক্ষ টাকা রাখিয়া গেলেও খারাপ কাজে উহা সে ব্যায় করিয়া পরিশেষে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলিয়া মনে করিয়া নেয় সে সন্তানের নিকট হইতে শান্তনা পাইয়া থাকে এবং সর্বদা তাহার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে ও দোয়া করে। এই ভাবেই খোদাতায়ালা তাহাকে রক্ষা করিবেন এবং সে যদি দুষ্ট হয় তবে জাহান্নামে পাঠাইবেন; ইহার জন্য কোন পরওয়া করিবেন না।" হজরত দাউদ (আঃ) উক্তি করিয়াছিলেন, "আমি শিশু ছিলাম, যুবক ছিলাম এবং বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি মুত্তাকীকে কখনও এই অবস্থায় দেখি নাই যে তাহার রেজেকের কষ্ট হইয়াছে অথবা তাহার সন্তানদিগের ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইয়াছে।" আল্লাহ তায়ালা পুরুষানুক্রমে এই সুযোগ দিয়া থাকেন।'

[মলফুজাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা]

(১১) "সম্পদ, সন্তানসন্ততি, বিবি এবং ভ্রাতৃবৃন্দ সম্বন্ধে মনে করিয়া নাও যে তাহাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা সব খোদার আমানত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সম্মান দিব, ইজ্জত করিব, খাতির করিব - সন্তান সন্ততিকে অতিথি মনে করা উচিত, তাহাদিগকে যত্ন করা উচিত। কিন্তু খোদার উপরে কাহাকেও স্থান দেওয়া উচিত নহে"

[মলফুজাত ১০ম খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা]

(১২) "অতঃপর নিজে নেক আদর্শ স্থাপন কর। নিজের সন্তান সন্ততির জন্য একটি নেক এবং খোদা ভীরুর উৎকৃষ্ট আদর্শ হইয়া যাও। তাহ দিগকে মুত্তাকি

ও ধর্মপরায়ণ করিবার চেষ্টা এবং দোয়া করিয়া যাও। তাহাদের জন্য ধন সম্পদ জমাইবার জন্য যত পরিশ্রম কর এই ব্যাপারেও ততখানি চেষ্টা কর।"

[মলফুজাত ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা]

(১৩) "ভালভাবে স্মরণ রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তায়ালার নিকট হইতে রাস্তা না পাও এবং তাঁহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়, কোন কিছুই ফলদায়ক হইবে না। ইহুদীদের দেখ। তাহারা কি পয়গাম্বরগণের সন্তান নয়? ইহা ঐ জাতি যাহারা এই কথার উপর গর্ব করিত এবং বলিত "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন।" কিন্তু যখন তাহারা খোদাতায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত পথ পরিহার করিল এবং কেবল মাত্র দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিল; তখন কি ফল হইল? খোদাতায়লা তাহাদিগকে শুকর এবং বানর আখ্যায়িত করিলেন—অতঃপর ঐ সমস্ত কাজ কর যাহা সন্তান সন্ততির জন্য উত্তম আদর্শ এবং শিক্ষনীয় হয়। [মলফুজাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা]

(১৪) "আসল কথা এই যে মানুষ সন্তান সন্ততির আশা তো করিয়া থাকে কিন্তু এই জন্য নহে যে উহারা দীনের সেবক হউক এবং এই জন্য যে দুনিয়াতে তাহাদের উত্তরাধিকারী থাকুক। যখন সন্তান সন্ততি আসে, তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা করা হয় না। তাহাদের ধর্ম বিশ্বাসের ও সংশোধন করা হয় না। তাহাদের চরিত্র ও গঠন করা হয় না...আল্লাহতায়ালা সন্তানের প্রত্যাশা সম্বন্ধে কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন "রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াযেনা ওয়া জুররিয়াতেনা কুররাতা আইওনেন ওয়া যায়ালনা লিল মুত্তাকীনা ইমাম" অর্থাৎ খোদা আমাদিগকে চোখ জুড়ান বিবিগণ এবং সন্তান সন্ততি দান কর। ইহা তখনই আমরা লাভ করিতে পারিব যখন আমরা বক্র এবং অনাচারী জীবন যাপনের পরিবর্তে 'রহমান খোদার দাস' হইয়া জীবন যাপন করিব। খোদাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাধান্য দান করিব। এই জন্যই বলা হইয়াছে "ওয়াযায়ালনা লিল মুত্তাকীনা ইমাম।" অর্থাৎ সন্তান সন্ততি যদি নেক এবং মুত্তাকি হয় তবে আমরা তাহাদের ইমাম হইব। বস্তুতঃ ইহা নিজে মুত্তাকি হইবার জন্য দোয়া।"

[মলফুজাত ২য় খণ্ড ৩৭৩ পৃষ্ঠা]

হজরত মুসলেহ মাউদ খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) বলেন :—

(১) "আমি আহমদী মা দিগকে বিশেষ ভাবে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যেন তাহারা তাহাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে খোদাভীরুতা সৃষ্টি করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে থাকেন। তাহারা যেন তাহাদিগকে মিথ্যা, খারাপ চরিত্রের এবং কাল্পনিক কাহিনী শুনাইবার পরিবর্তে উত্তম আদর্শের ফলদায়ক এবং ধর্মপরায়ণ হইতে সাহায্য করে এমন সব গল্প শুনান। তাহাদের সামনে এমন সব কথা না বলেন যাহা হইতে অসৎ চরিত্র গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশুরা অজ্ঞতার বশবর্তি হইয়া ইসলামের বিপরীত যদি কোন কথা বলিয়া ফেলে তখন তখনই তাহাদের বাধা প্রদান করা উচিত। সর্বদা এই চেষ্টা করা উচিত যেন তাহাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার প্রেম জাগরূক থাকে। নিজ সন্তানগনকে কখনও ভবঘুরে বা বাউণ্ডেলে হইতে দিও না। তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিওনা যাহাতে তাহারা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে। তাহাদের কার্য্য সমূহকে নিজ নিয়ন্ত্রনে রাখ এবং সর্বদা পর্যবেক্ষন কর।"

(আলফজল ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সন)

(২) "বাচচাদিগের তালীম ও তরবীয়তের আসল দায়িত্ব হইল মেয়েদের উপর। এই দায়িত্ব জেহাদের দায়িত্ব হইতে কোন অংশে কম নহে, যদি বাচ্চাদিগের উত্তম তরবিয়ত না হয় তাহা হইলে জাতি একদিন না একদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং কোন জাতির ধ্বংস এবং বিনাশের জন্য ঐ জাতির মেয়েরাই দায়ী। যদি আজ কালকার মায়েরা নিজ সন্তানদিগকে সাহাবীয়াগনের মত তরবীয়ত করিত তাহা হইলে তাহাদের সন্তান সন্ততি সাহাবীয়াগনের বীর সন্তানদিগের স্থলাভিষিক্ত না হইয়া পারিত কি? (মিসবাহ ১লা জানুয়ারী ১৯৩৯ সন)

(৩) "বাচ্চার কানে আযান দেওয়ার আদেশের মাধ্যমে পিতা মাতাকে ইহাই বুঝান হইয়াছে যে বাচ্চার তরবীয়তের সময় এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। রসুল করীম (সাঃ) আযান ছাড়াও বাচ্চাদিগকে ছোট সময় হইতেই আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন এবং নিজের নিকটতমদিগকে আদব শিক্ষা দান করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। হাদিসে আসিয়াছে, ইমাম হাসান (রাঃ) যখন ছোট ছিলেন তখন একদিন খাইবার সময় হুজুর (সাঃ) তাঁহাকে বলিলেন "ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনে হইতে খাও। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর বয়স তখন আড়াই বৎসরের কাছাকাছি ছিল। আমাদের দেশে বাচচারা যদি সকল খাবারের মধ্যে ও হাত দেয় এবং সমস্ত মুখ নষ্ট করে এমনকি আশে পাশের লোক জনের কাপড় চোপড় নষ্ট করিয়া দেয় তবুও পিতা মাতা হাসিতে থাকে, যেন কিছুই হয় নাই এমন সাধারণ ভাবেই কথাবার্তা বলিয়া দেয় যাহাতে মনে হয় বাচ্চাকে শিখাইবার জন্য নহে বরং লোকের মন রক্ষার্থেই ইহা বলা হইয়াছে।" [মিসবাহ, মে ১৯৪৫ সন]

(৪) "বাচচাদের তরবীয়তের ব্যাপারে পিতামাতা প্রথম হইতেই যেন এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন যেন তাহাদের ঘরের মধ্যে খারাপের তুচ্ছতা সম্বন্ধে কোন ধারণা সৃষ্টি না হয় অর্থাৎ তাহারা যেন খারাপকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। বহু পিতামাতা আছে যাহারা চাহে যে তাহাদের সন্তানের উপর কোন খারাপ প্রভাব সৃষ্টি না হউক। কিন্তু বাচচাদের সামনে তাহারা এই রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাহাতে বাচচারা খারাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখে এবং ইহার ফলে তাহাদের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হইতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, পিতামাতা সাধারণ ভাবে ইহাই চাহে যে তাহাদের বাচচারা মিথ্যা কথা না বলুক কিন্তু নিজেরাই বাচচাদের সামনে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলে .....সন্তানের তরবীয়তের ব্যাপারে পিতামাতা প্রথমেই যে ভুল করিয়া থাকে তাহা হইল এই যে, প্রানে আশা ছেলে মেয়ে দোষ ত্রুটি মুক্ত হউক কিন্তু নিজেরা পুরাপুরি সাবধানতা অবলম্বন করে না।"

[মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া মরকজিয়া রাবওয়া কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা অবলম্বনে। অনুবাদক :— মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মোতামেদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া]

বৌদ্ধ ধর্ম--নূতন আলোকে

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

(২৫১৭ তম বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলা দেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ছাত্র শিক্ষক কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বিশেষ অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ।)

কথিত আছে যে কপিলা বস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও রানী মায়াদেবীর নয়ন মনি শাক্য সিংহ গৌতম লুম্বিনী উদ্যানে এই দিনে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তাঁর জ্ঞাতিভগ্নি গোপা বা যশোধরার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং রাহুল নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহ ত্যাগ করে কঠোর সাধনার পর পয়ত্রিশ বৎসর বয়সে এই দিনে সিদ্ধি লাভ করে শিদ্ধার্থ বুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করেন। দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল ধর্ম প্রচার করে তিনি ৮০ বৎসর বয়সে এই একই দিনে কুশী নগরে দেহত্যাগ করেন।

বর্তমানে বৌদ্ধ সমাজে যে ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে 'চারি আর্য সত্য' প্রধান। এই আর্যগুলি হল, (১) জীবন দুঃখময় (২) দুঃখের কারণ কামনা-তৃষ্ণা (৩) কামনার নিবৃত্তি হলে নির্বান বা দুঃখের অবসান (৪) নির্বান লাভ করতে হলে অষ্টাঙ্গ সাধন করতে হয়। অষ্টাঙ্গগুলি এই, —সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। বৌদ্ধ ধর্মের আর একটি প্রধান ব্যবস্থার নাম হল পঞ্চশীলা। অর্থাৎ প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, ব্যভিচার না করা এবং মাদকদ্রব্য সেবন না করা। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁর বাণী বা শিক্ষাকে লিপিবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। মৃত্যুর দীর্ঘকাল পর ভিক্ষু সম্প্রদায় বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়ে বুদ্ধের উপদেশগুলি সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সব সংকলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ত্রিপিটকই প্রধান। ত্রিপিটক শব্দের অর্থ হল, তিনটি পেটেরা বা সিন্দুক। উক্ত পিটকত্রয়ের নাম—বিনয়, সুত্ত ও অভিধর্ম। এইগ্রন্থগুলি ভিক্ষুদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সংকলিত বা রচিত হয়। মহাত্মা বুদ্ধ যখন প্রচার কার্য আরম্ভ করেন তখন খুব অল্প সংখ্যক লোকই তা গ্রহণ করেন। যারা তাঁর কাছে

দীক্ষা লাভ করেন তাদের উপর তৎকালীন সমাজ অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। গৌতমের জ্ঞাতি ভ্রাতা দেবদত্ত একজন ভয়ানক অত্যাচারী শত্রু ছিল। অপর দিকে দেব দত্তের ভাই আনন্দ ছিলেন একজন ত্যাগী ভক্ত। সংক্ষেপে এই হল বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়।

আজ আমরা মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ আলোচনা করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। তাঁর জীবনকে আমরা সাধারণতঃ দুইভাবে আলোচনা করতে পারি। প্রথমটি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে; অপরটি ধার্মিকের দৃষ্টিতে। ধার্মিকের দৃষ্টিতে আলোচনাও দুই রকম হবে। এক, বৌদ্ধ ধর্মালম্বীর দৃষ্টিতে; দুই, অপর ধর্মালম্বীর দৃষ্টিতে। অবশ্য কোন আলোচনাতেই ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যাবে না।

আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তাই একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর শিক্ষাকে এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব। একজন মুসলমান হিসাবে আমরা মহাত্মা বুদ্ধকে দুইভাবে দেখতে পারি। প্রথমতঃ সাধারণ ইতিহাসে এবং প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপ দেখতে পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে এতটুকু বলা যায় যে, বুদ্ধদেব একজন দার্শনিক ছিলেন, আর তাঁর দর্শনকে কোন ক্রমেই ধর্ম বলা যেতে পারে না। কেননা, ধর্মের প্রাণ হল আল্লার অস্তিত্ব। প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আল্লা বা ঈশ্বরের কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনে আছে, 'লাকাদ বায়াছনা ফিকুল্লে উম্মাতির রাছুলান' অর্থাৎ—প্রত্যেক জাতিতে নবীর আবির্ভাব হয়েছে।' অন্যত্র আছে, 'লিকুল্লে কাউমিন হাদ, অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়েই পথ প্রদর্শকের আগমন হয়েছে।' অন্য এক জায়গায় আছে 'ওমা আরছালনা মির রাছুলিন ইল্লা বিলিছানী কাউমিহিম, অর্থাৎ—যুগে যুগে আগত এই সব নবী তাঁদের জাতীয় ভাষায় নিজ নিজ সম্প্রদায়কে শিক্ষা দান করেছেন।' বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে আগত এই সব লক্ষ লক্ষ নবীর মধ্যে পবিত্র কোরআনে ত্রিশ জন নবীর নামও উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লা বলেন, 'ওয়া রাছুলান কাদ কাছাছ না হুম আলাইকা মিন কাবলু ওয়া রাছুলান লাম নাকছুহ হুম আলাইকা। অর্থ—কোন কোন রছুলের সংবাদ ইতিপূর্বে প্রদান করেছি আর বহু রছুল রয়েছেন যাদের খবর আমি তোমাকে দেই নাই। (নেছা ১৬৫) অতএব কোরানের এই মহান শিক্ষা অনুযায়ী আমরা যুগে যুগে আগত সকল নবী রসুলকে মান্য করতে বাধ্য। যেহেতু পৃথিবীর সকল দেশেই নবীর আবির্ভাব হয়েছে, অতএব আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই পাক-বাংলা-ভারত-উপমহাদেশও নবীর পদস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে নাই। এই উপমহাদেশে যে সব মহামানব জন্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ অন্যতম, যিনি দীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসর পরও কোটি কোটি মানবের মনে শ্রদ্ধার আসনে আসীন রয়েছেন, তিনি যে শুধু একজন শুষ্ক দার্শনিক অথবা কল্পনা বিলাসী ছিলেন একথা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না। নবী ছাড়া অন্য কারো এহেন সম্মান লাভ সম্ভবপর নয়। এখন সাভাবিক

ভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাহলে মহাত্মা গৌতম কি নবী ছিলেন? যিনি নাস্তিক ছিলেন অথবা আল্লার আস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব ছিলেন তিনি কি করে নবী হতে পারেন? অতএব, সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে যে শাক্য সিংহ গৌতম আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কি না।

আমরা ইতিহাস পাঠ করে এবং বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ গুলি পাঠ করে এমন একটি বাক্য ও পাইনা যার দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গৌতম বুদ্ধ আল্লায় অবিশ্বাসী ছিলেন। বরং এমন বহু প্রমান আমরা দেখতে পাই যার দ্বারা একথা বলা যায় যে বুদ্ধদেব স্বয়ং আল্লায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লার বাণীকেই তিনি জীবন ভর প্রচার করে গিয়েছেন। কথিত আছে যে, একদা কতিপয় ব্রাহ্মনের মধ্যে তাদের মত ও পথের প্রাধান্য নিয়ে তর্ক চলছিল। তাদের মধ্যে কে মানুষকে ঈশ্বর প্রাপ্তির সঠিক পথ দেখাতে পারেন তাই নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই ঝগড়া চলছিল বহুদিন ধরে। শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় উপনীত হতে না পেরে তারা ফয়সলার জন্য গিয়ে উপস্থিত হল মহাজ্ঞানী গৌতমের কাছে। মহাত্মা বুদ্ধ সব কিছু শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখেছ?" ওরা বলল, "না।" বুদ্ধ বললেন তাহলে তোমাদের পিতা পিতামহ এবং গুরু দেবরা কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" ব্রাহ্মণরা জবাব দিল, দেখেছেন বলে ত জানি না।" তখন বুদ্ধ বললেন, যাঁকে তোমরা দেখ নাই, তোমাদের পিতা, পিতামহেরা এমন কি তোমাদের গুরু দেবরা পর্যন্ত দেখে নাই, তাঁর কাছে পৌঁছার পথ তোমরা কি করে আমাকে দেখাবে?" এই ঘটনার মধ্যে অনেকে নাস্তিকতার গন্ধ আবিস্কার কয়তে চান, কিন্তু আমরা দেখছি এর মধ্যে নাস্তিকতা ত দূরের কথা বরং এর মধ্যে আস্তিকতারই সুর ধ্বনিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, ঘুমন্ত ব্যাক্তি কখনও অন্যকে জাগ্রত করতে পারে না, যে অন্ধ সে অন্যকে পথ দেখাতে পারবে না তেমনি যে ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করে নাই সে কখনও অন্যকে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ দেখাতে পারে না। গৌতম ঈশ্বরকে লাভ করেছিলেন তাই সেই যুগে একমাত্র তিনিই মানুষকে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। একথাই ইঙ্গিতে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। অপর এক স্থানে তিনি বলেছিলেন. অৎথি ভিক্খবে অজাতম, অভূতম্, অকতম্, অসঙ্খতম্; অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ এমন কিছু আছে যা অজাত, অভূত অকৃত এবং অযৌগিক (ইতিবুত্তকম্—৪৩)। এখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় অজাত, অভূত শক্তি আল্লাহতায়াল্লার কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্তমান বোদ্ধ ধর্মগ্রন্থ গুলি মহাত্মা গৌতমের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর লিপিবদ্ধ হয়। তাই এর মধ্যে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার কোন কোন অংশ বাদ পড়া এবং নুতন কিছুর সংযোজন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। এদিক দিয়ে সম্রাট অশোকের শিলা লিপিগুলির মুল্য অনেক বেশী। কেননা অশোক বুদ্ধদেবের

নিকট বস্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করে তাঁর শিক্ষাকে প্রচার এবং সংরক্ষণ করার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা সম্বলিত শিলা লিপি গুলি আজো বহু স্থানে বিদ্যমান রয়েছে জগন্নাথ থেকে কুড়ি মাইল দূরে ধাওলিতে এমনি এক প্রস্তর লিপি আবিস্কৃত হয়েছে। এতে আল্লা এবং স্বর্গের স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রস্তর লিপিতে যে 'ইসানা' শব্দ রয়েছে তার অর্থ হল, ঈশ্বর, প্রভূ। (দেখুন, Sanskrit English *Dictionary* by Shivram Apte) এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে বৌদ্ধ ধর্মে আল্লাকে সাধারণত কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে বৌদ্ধ ধর্মে আল্লাকে "বুদ্ধ" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী, আরবীতে থাকে বলে আলীম। আলীম আল্লাতালার অন্যতম নাম। মহাত্মা গৌতম যখন 'বোধি সত্বকে' লাভ করেন তখন রুপক ভাবে তিনিও বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। প্রকৃত পক্ষে পরম বুদ্ধ (আলীম) হলেন আল্লাতাল্লা স্বয়ং। বোধি সত্বকে লাভ করার পর গৌতম পরম বুদ্ধ আল্লার মজহার বা বিকাশ রূপে বুদ্ধ বা আলীম নামে অবিহিত হন। আমাদের সমাজেও জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যাক্তিদেরকে আলীম নামে আখ্যায়িত করা হয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা সত্যিকার আলীম নহেন। বরং মূল আলীম আল্লাতালা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তারা রূপক ভাবে আলীম নামে অভিহিত হন।

এই আলোচনার পর আমরা এখন ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কতিপয় প্রধান প্রধান শিক্ষার সাদৃশ্য আলোচনা করব। গৌতম বুদ্ধ "মার" নামক যে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়যুক্ত হন কোরআনে তাকেই "আমমারা" নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে নির্বান লাভের পথ দেখিয়েছেন আরবীতে তাকেই 'ফানা' বলা হয়। নির্বান পালি শব্দ 'নি' অর্থ 'না' এবং 'বান' অর্থ কামনা। কামনার অবসান ঘটিয়ে একমাত্র পরম বুদ্ধ বা আল্লার মধ্যে 'আমিত্ব'কে হারিয়ে ফেলার নামই হল ফানা ফিল্লাহ্ বা পরি নির্বান। বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি প্রধান বিষয় হল, বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের আশ্রয় লাভ ইসলামে যাকে বলা হয় আল্লা বা উলুহিয়ত, দীন বা শরীয়ত এবং নেজাম বা জমাত। আল্লাকে বিশ্বাস করে শরিয়তের বিধান মেনে খিলাফতের মাধ্যমে জমাতভুক্ত হয়ে থাকাই হল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। গৌতম বুদ্ধ যে জরা, মৃত্যু এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে সাধনা করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন প্রকৃত পক্ষে তা ছিল আত্মিক জরা, মৃত্যু এবং ব্যাধি। প্রত্যেক নবীই এই সব আত্মিক হীনবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন। হজরত যীশু (আঃ) ও অনুরূপ আত্মিক মৃত, অন্ধ এবং খঞ্জদেরকে জীবিত এবং সুস্থ করেছিলেন। কোরআনের ভাষায় এই সব আত্মিক ব্যাধিকে বলা হয়েছে, 'ফি কুলুবিহিম মারাজুন।' আত্মিক মৃতদের সম্বন্ধে এক জায়গায় আছে, 'ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানুছ তাজিবুলিল্লাহি ওয়ালির রাছুলী ইজা দায়াকুম লেমা ইউহয়িকুম

অর্থাৎ—আল্লার রছুল যখন তোমাদেরকে জীবিত করার জন্য আহ্বান করেন তখন তোমরা তাতে সাড়া দান কর। (আনাম—২৫) বৌদ্ধ ধর্ম যে পঞ্চশীলা পালন করার নির্দেশ দিয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ পালনের মধ্য দিয়েই সার্থকতা লাভ করতে পারে।

একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবাদিস্স জন্তুনো,
বিতিন্ন পর লোকস্স নাত্থি পাপং অকারিয়ং।
(ধম্ম পদ)

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি একমাত্র সত্য ভাষণ ধর্মকে পরিত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ দান করে এবং পরলোক বিশ্বাস করে না সেই ব্যক্তির অকরণীয় পাপ কিছুই নাই। ইসলাম ধর্মেও মিথ্যা বলা এবং পরকালে অবিশ্বাস করাকে মহাপাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরকালে যদি কৃতকর্মের জন্য জবাব দিহি করার করার ভয় না থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে সব কিছু করাই সম্ভব। তাছাড়া একমাত্র মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করলে সমস্ত পাপ কর্ম থেকেই মানুষ রক্ষা পেতে পারে। অন্যত্র আছে,—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা যে নিজেকে জয় করতে পেরেছে। (ধম্মপদ) হাদিসে আছে, ইন্নামাশ শাদিদুল্লাজি ইয়ামলেকু নাফছাহু ইন্দাল গাজাবা। অর্থাৎ—সেই উৎকৃষ্ট পাহলোয়ান যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। অন্যত্র আছে, 'নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামই সব চাইতে বড় জেহাদ।' বৌদ্ধরা প্রার্থনা কালে এই বাক্যটি তিনবার পাঠ করে থাকেন। যথা,

নমো তস্স ভগবতো অহরতো সম্মা সাম্বুদ্ধ

অর্থ: পবিত্র মহাজ্ঞানী প্রভুর প্রশংসা হোক; অনুরূপ মুসলমানরাও প্রতিদিন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বা সকল প্রশংসাই বিশ্ব প্রভুর। তাছাড়া, ছুবহানা রাব্বিয়েল আলা' বা মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি বাক্য ও প্রতিদিন প্রার্থনা কালে তিনবার করে পাঠ করে থাকবেন। ইসলাম যুগে যুগে আগত নবীদের শিক্ষার এবং উপাসনার বিভিন্ন অংশকে গ্রহণ করছে। নামাজের মধ্যে দুনিয়ার সকল জাতির উপাসনার এবং সম্মান প্রদর্শনের রীতি পদ্ধতি সন্নিবেশিত হয়েছে। রোজা, হজ ইত্যাদি ও পূর্ববর্তী নবীদের সুন্নত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। গৌতমের যে কাল্পনিক ছবিটি বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় তাতে তাঁকে যে ধরণের পোষাক পরিহিত দেখি এবং যার অনুকরণে ভিক্ষুরা সাধারণতঃ যে পোষাক পরিধান করে থাকেন ঠিক তদ্রূপ পোষাক মুসলমানরা হজ উপলক্ষে এহরাম কালে পরিধান করে থাকেন। এহরাম অবস্থায় কোন প্রাণীহত্যা না করা, পত্র ছিন্নন্না করা এনন কি সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহার না করারও বিধান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মে সর্বাবস্থায় প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শুধু ভিক্ষুদের বেলায় (যারা এহরামের ন্যায় জীবন যাপন করেন) বৃক্ষ পত্র ছিন্ন না করা ও সুগন্ধি ব্যবহার না করারও শীল প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বিশেষ অবস্থায় যে বিধান পালন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল আজ তা ধর্মের সার্বক্ষণিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গিয়াছে। কালের প্রবাহে এবং ভক্তদের দ্বারা চিরদিনই

এধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমরা যে সব আলোচনা করলাম তাতে গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের কাছে দিবা লোকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখেছি যে তাঁর শিক্ষা ইসলামের বিরোধী ছিল না, বরং ইসলামের মহান শিক্ষাকেই হজরত বুদ্ধ সারা জীবন প্রচার করে গিয়েছেন। অতএব আমরা নিঃসন্দেহ বলতে পারি যে হজরত গৌতম বুদ্ধ খোদা প্রেরিত এক মহান নবী ও রছুল ছিলেন। শেষ করার আগে বলি,—

দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞ এথা নাসো সব্বত্থ জায়তি,
যত্থমো জায়তি ধীরো তংকুলং সুখমেধাত।

অর্থাৎ—বুদ্ধের ন্যায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ দুলভ। এ ধরণের মহাপুরুষ সর্বত্র জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি যেখানে জন্ম গ্রহণ করে সেই কুলের সৌভাগ্য বর্ধিত হয়। (ধম্মপদ)।

দোওয়ার আবেদন

জনাব মোহাম্মদ সাদেক (দুর্গারামপুরী) গত ২/৫/৭৩ তারিখে একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নবজাত শিশুর দীর্ঘায়ু ও খাদেমে দীন হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর

(২রা আগষ্ট ও ৯ই আগষ্ট তারিখের বদর পত্রিকা এবং সংবাদ বুলেটিন হইতে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) গত ১৩ই জুলাই তারিখে রাবওয়া হইতে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একদিন পূর্বে (১২ই জুলাই মসজিদ মোবারকে) তিনি জামাতকে জানান যে, তিনি ইউরোপে ইসলাম প্রচার, কোরআনের এশাআত এবং সেখানে একটি উচ্চ ধরণের প্রেস স্থাপনের জন্য যাইতেছেন। হুজুর ১৯৬৭ সালে তাঁহার সফর কালে ইউরোপ-বাসী দরকে যে ঐশী সতর্কবাণী শুনাইয়া ছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দুঃখের বিষয় যে, তাহারা সেই সতর্কবাণী হইতে ফায়দা গ্রহণ করে নাই। বরং তাহারা তাহাদের খালেক ও মালেক হইতে আরও দূরে সরিয়াছে এবং তাঁহার ক্রোধ-উত্তেজক কার্য্য কলাপে আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। হুজুর জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিদেরকে এই সফর বা-বরকত হওয়ার জন্য দোয়া করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি আরও বলেন যে, বন্ধুগণ এই দোয়াও করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন ইউরোপ বাসীদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া দেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের খালেক ও মালেকের দিকে ঝুঁকিবার তৌফিক দেন।

তিনি ১৪ই জুলাই তারিখে করাচীতে জুমার খোৎবায় ইহাও বলেন যে, আমার ইউরোপ সফরের একটি উদ্দেশ্য এই যে, জামাতে আহমদীয়া তাহাদের সীমিত উপায় উপকরণ সত্বেও একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনার মাধ্যমে যথাসম্ভব সত্বর কোরআন করীমকে উহার তরজমা সহ সমস্ত পৃথিবীতে প্রত্যেক গৃহে পৌঁছাইয়া দেয় এবং এই তরজমা যেন সেই গৃহের প্রচলিত ভাষায় হয়।

হুজুর উক্ত তারিখেই বিমান যোগে এমস্টার্ডেম (হল্যাণ্ড) হইয়া তথায় দুই ঘন্টা অবস্থানের পর আল্লাহতায়ালার ফজলে মঙ্গল মত লণ্ডন পৌঁছেন।

এমস্টার্ডেম এবং লণ্ডন বিমান বন্দরে জামাতের বহুল সংখ্যক ভ্রাতা-ভগ্নি সমবেত হইয়া হুজুরকে আন্তরিক ও সাদর সম্ভাসন জানান। তাঁহাদের মধ্যে স্যার চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ খান এবং গেম্বিয়ার হাই কমিশনারও ছিলেন। হুজুরের ইংলণ্ডে আগমন সংবাদ টেলিভিশন ও পত্রিকা সমূহে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের Heathrow বিমান বন্দরে একটি প্রেস কনফারেন্সে সমবেত বহু সাংবাদিক ও অন্যান্য প্রেস প্রতিনিধিদের সহিতও হুজুর মিলিত হন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। হুজুর (আইঃ) ২০শে আগষ্ট লণ্ডন হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশ সমূহ সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তিনি লণ্ডনে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিবেন ৭ই সেপ্টেম্বর এবং ৯ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ইংলণ্ডের সালানা জলসায় ভাষণ দান করিবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে হুজুর (আইঃ) ভাল আছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Comentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0.62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	টাকা	১.২৫
শান্তির বর্ত্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্‌মদ	,,	১.০০
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়্যাত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪ নং বক্সি বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*